তারিখ 26 JUL 1996
পৃষ্ঠা 8 কলাম ১

দৈঃ জনকণ্ঠ

কিশোরগঞ্জের অঘটন

বাংলাদেশে এখন "পরীক্ষা" এবং "নকল" শব্দ দু'টি যেন পরস্পর পরিপূরক। পরীক্ষা সে যে কোন পর্যায়েরই হোক না কেন, নকল তাতে হবেই। অনেক ক্ষেত্রে আবার নকলকে জায়েজ করার জন্য সন্ত্রাসকে ব্যবহার করা হয়। এ প্রবণতাটা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। ২৪ জুলাই দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক সংবাদে জানা গেছে, ২৩ জুলাই কিশোরগঞ্জে এইচএসসি মনোবিজ্ঞান প্রথমপত্রের পরীক্ষায় নকল ধরতে গিয়ে একজন ম্যাজিস্ট্রেট, দুই দারোগা ও দুই কনস্টেবল আহত হয়েছেন। বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপক ভাংচুর ও একটি সরকারী গাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট জনৈক পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে নকল ধরতে গেলে একদল উচ্ছৃঙ্খল পরীক্ষার্থী তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে ম্যাজিস্ট্রেট আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করতে কর্তব্যরত দারোগা ও কনস্টেবলরা এগিয়ে গেলে ক্ষুব্ধ ছাত্ররা তাঁদেরকেও মারধর করে। তারা অন্য পরীক্ষার্থীদের ওপরও চড়াও হয়ে উত্তরপত্র ছিনিয়ে নেয় এবং পরীক্ষা পণ্ড করে দিয়ে কেন্দ্র ভাংচুর করে। পরে তারা আহত ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশদের বহনকারী জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার গাড়িটিকে পুড়িয়ে দেয়। তার আগে তারা আহতদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয়।

এ ঘটনার বিবরণী দেয়া এ কারণে যে, এর থেকে পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা কি রকম সংহারে রূপ পরিগ্রহ করেছে, কত ভয়াবহ হয়ে উঠেছে তার খানিকটা আঁচ পাওয়া যায়। নকলপ্রবণতা অবশ্য নতুন কোন বিষয় নয়। আমাদের শিক্ষার সঙ্গে, পরীক্ষার সঙ্গে, বুদ্ধিবৃত্তি এবং সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এর যোগসাজশ বহু দিনের। কিন্তু এক সময় বিষয়টা গোপনেই করত নকলবাজরা। কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয়ে বিষয়টি আর গোপন থাকেনি, ক্রমশ প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র এর প্রকোপই এখন পরীক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অনেকে একে সামাজিক অবক্ষয়জনিত সমস্যা বলে মনে করেন, মনে করেন মূল্যবোধহীনতার প্রতিক্রিয়া। অবশ্যই তত্ত্বীয় বিশ্লেষণে এ রকমই প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বাস্তবতা ভয়ঙ্কর। কারণ এর সঙ্গে শুধু সামাজিক শ্রদ্ধাবোধ বিনষ্টের উদাহরণই সৃষ্টি হচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অনিয়মকে গায়ের জোরে মানানোর একটা বিধ্বংসী প্রবণতা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। উপর্যুক্ত ঘটনাটি শুধু কিশোরগঞ্জের সমস্যা নয়। কেউ নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারে না তাদের এলাকায় এ রকম ঘটনা ঘটবে না। দেশের যে কোন জায়গায়, যে কোন সময়, যে কোন পরীক্ষা কেন্দ্রেই এ রকম ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে নৈতিকতা বিদায় নিয়েছে বেশ কিছুদিন থেকে। শিশু শিক্ষা থেকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্র নীতিহীনতার ছড়াছড়ি এবং অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় নীতিহীনতাই নিয়ম। অর্থ ও সামাজিক প্রতিপত্তি অনেক ক্ষেত্রেই নীতিনির্ধারণী ভূমিকা রাখছে। শিক্ষাও এখন এর বাইরের বিষয় নয়। কাজেই নকলের মতো অনিয়মও প্রশ্রয় পেতে পেতে তা শিক্ষকদের আওতার বাইরে বেরিয়ে গেছে অনেক আগেই। এখন দেখা যাচ্ছে তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থারও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

বছর বিশেক আগেও নকল ধরতে শিক্ষকরাই যথেষ্ট ছিলেন, কিন্তু এখন তা নয়। তাঁদের জীবনের ঝুঁকি উপস্থিত হয়েছে। ফলে আইন প্রয়োগকারী রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে শিক্ষাঙ্গনে ঢুকতে হয়েছে। কিন্তু তাতেও যে তেমন ফল হয়নি তা বোঝাই যাচ্ছে। পরীক্ষায় নকল রোধ করতে যে উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে সেটা দোষদুষ্ট। ব্যবস্থাটা এমন করা উচিত ছিল যাতে করে নকল করাটা পরীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গেই না মেলে। কিন্তু সেটা করা হয়নি। ফলে সর্বস্তরের পরীক্ষাতেই নকল চলছে। তারুণ্যের সঙ্গে সন্ত্রাসের সংযুক্তি নকলপ্রবণতাকে উৎসাহিত করছে। ফলে কিশোরগঞ্জের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে চলেছে সারা দেশেই। এ দেশে অনেকেই সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক নীতিহীনতা, শিক্ষার অনাধুনিকতা, মানহীনতা ইত্যাদি নিয়ে বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করে থাকেন। কিন্তু দায়িত্বশীলতা নিয়ে কাউকেই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে দেখা যায় না। সরকার এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে অনেকটাই উদাসীন। এই উদাসীনতার ফলেই অবক্ষয়িত প্রবণতা বিধ্বংসী রূপ পরিগ্রহ করেছে। এখন না শিক্ষকবৃন্দ না রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা—কেউই আর এ ধ্বংসলীলাকে রোধ করতে পারছে না।

তারুণ্যের জন্য যে এ এক আত্মধ্বংসী প্রবণতা সে কথাও বলার মতো যেন কেউ এ দেশে নেই। একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে। দিনকে দিন লক্ষ্য করা যাচ্ছে ঘটনার ভীতিকর তীব্রতা বেড়ে চলেছে। আর পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটা যে অকূল পাথারে ছিন্ন পাতার মতো ভেসে চলেছে। কিন্তু এভাবে চলা—চলতে দেয়াটা অনুচিত। কারণ একদিকে সামাজিক সংঘাত ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে মেধাহীনরা মেধাবীদের অবদমন করে রাখার সুযোগ ও সুবিধা পাচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে সর্বত্র। বর্তমানে আইনের প্রতি, সর্বজনীন মূল্যবোধের প্রতি অযোগ্য ও মেধাহীনদের কোন শ্রদ্ধা নেই। রাষ্ট্র-সমাজ আজ এদের হাতে জিম্মি। সময় অনেক পেরিয়ে গেছে। এখন কথায় কথায় এমনকি অন্যায়-অযোগ্য দাবি নিয়ে স্কুলপড়ুয়ারা পর্যন্ত রাস্তায় নামছে গাড়ি ভাংচুর করতে, সরকারী-বেসরকারী সম্পত্তির বিনষ্টসাধন করতে। কাজেই যাঁরা বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত তাঁদেরকে সময় নষ্ট না করে সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে।